নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

[বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' স্বত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৯০ শতাংশ। তবে উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল -১৭৮০.০০ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,০১৪.৮৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (২৮.০৪.২০১৬ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ১১,৭৮৬.৩৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ৬,৩০৬.২৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাপ ১,৯২,০০২.৫৩ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ১৯টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ২৭,৫১২.২৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৮৬.৩৭ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) -৪.২৬ শতাংশ হলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা ১.৮২ শতাংশে পৌঁছে। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ০.৮০ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।]

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারমাণ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। দেশে বিদ্যমান রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে (অ-আর্থিক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সারণি ৯.১ -এ এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.১ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৭টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি ও পয়ঃপ্রণালী কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭টি	বাংলাদেশ সমুদ্র পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বাণিজ্য কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন।
৫।	কৃষি	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৫টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস	১৬টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১০-১১ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ৭৮,৩৬৯.২৫ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪১,৪২২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৫.৯০ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য ১২.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১০-১১ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল -১,৭৮০ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,০১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭৪.৬৯ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালন লোকসান ছিল -৮,০৯৬ কোটি টাকা। পরবর্তী দুই অর্থবছরে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে পুনরায় পরিচালন উদ্বৃত্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪,৭৬৫ কোটি টাকা পরিচালন উদ্বৃত্ত রয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্য সংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.২ঃ অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের রাজস্ব, মূল্যসংযোজন, উপাদানের আয় এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	যৌগিক প্রবৃদ্ধির হার
পরিচালন রাজস্ব	৭৮,৩৬৯.২৫	১,০৬,৯৯৩.০২	১২১,৮১৬.৬০	১৩৫,৮৪৮.০৪	১৪১৪২২.০২	১৫.৯০
ক্রীত পণ্য ও সেবা	৮০,১৪৯.৭১	১,০৮,৬৩৫.৫৫	১১৬,০৩১.৩৯	১২৫,১৬৬.৭৯	১২৮৪০৭.১৬	১২.৫০
মূল্যসংযোজনঃ উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	-১,৭৮০	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	১৩০১৪.৮৬	৭৪.৬৯
বেতন ও ভাতাদি	৩,৪৫৬	৩,৪৯৩	৪,০৩১	৪,৪০৭	৪২৪৪.০৫	৫.২৭
অবচয়	২,৮৫৯.৮৫	৩,২০৬.৬৫	৩,১৮৬.৪২	৩,৪৪৬.৯০	৪০০৪.৯১	৮.৭৮
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	-৮,০৯৬.৪০	-৮,৩৪২.৩৮	-১,৪৩২.৪৯	২,৮২৭.৫৮	৪৭৬৫.৯	২৬.৮৪
মূল্য সংযোজন	-১,৭৮০	-১,৬৪৩	৫,৭৮৫	১০,৬৮১	১৩০১৪.৮৬	৭৪.৬৯

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ২,৮৩৭ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট মুনাফা হয়েছে ৪,৩১৬.২৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (২৮.০৪.২০১৬ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, নীট মুনাফা ১১,৭৮৬.৩৭ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৪-১৫) ৪,১২৬.১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২,১৮৬.০১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (সংশোধিত) এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ৬৬১.৯৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ছিল ৫৯৯.৮১ কোটি টাকা। ঢাকা ওয়াসার নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১৬৬.৫৪ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮.০২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে যে সকল সংস্থার নীট মুনাফা হ্রাস পেয়েছে সেগুলো হলো- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এর নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৪-১৫) ৪,১৭৬.৬৩ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৪,০৪৪.০৬ কোটি টাকা হয়েছে। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এর পূর্ববর্তী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট মুনাফা ছিল ১,১০৮.৭৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা হ্রাস পেয়ে ৯২৬.১২ কোটি টাকা হয়েছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট মুনাফা ৪০.৭০ কোটি টাকা হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট মুনাফা ১৪.১৭ কোটি টাকায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৫৮৪.৪৬ কোটি টাকা হতে হ্রাস পেয়ে নীট লোকসান ২৯৮.৯৫ কোটি টাকা), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (নীট মুনাফা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১০৩.১৪ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে নীট লোকসান ২২.২৩ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৩৫ -এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১০৫৩.০৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে,যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৩৫.২২ কোটি টাকায় উপনীত হয়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (২৮.০৪.২০১৫ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ৬,৩০৬.২৪ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যে সকল সংস্থা উল্লেখযোগ্য হারে লভ্যাংশ প্রদান করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (৫,০০০.০০ কোটি টাকা), তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (৯০০.০০ কোটি টাকা), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (১.৪০ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩৬ এ দেখা যেতে পারে।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৩২৮.৭৮ কোটি টাকা প্রদান করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (২৮.০৪.২০১৫ পর্যন্ত) এর পরিমাণ হয়েছে ১,৮২৪.৫৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ৮৯১.৪৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭৪৭.৮৭ কোটি টাকা। তাছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৩৯৬.১৬ কোটি টাকা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ২৭৪.৮৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে ৭০.৯৬ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১২৬.৭৬ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। সারণি ৯.৩ -এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৩ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/ প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (সাময়িক)	২০১৫-১৬* (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৯৪.২৪	১০৬.১২	১৩৮.৩১	৬১.৯৭	৮০.০৬	৭০.৯৬
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	০.২০	০.২১	০.২৮	০.৩৩	০.৪০	০.৪০
বিআইডব্লিউটিএ	১৪০.৫৬	১২০.১৬	১৬১.২২	১৮০.৪৩	১৪৩.১৭	২৭৪.৮৮
বিএসসিআইসি	৬২.২১	৬৪.৪৩	৬৪.০০	৭৯.৬৫	৬৯.৪০	১২৬.৭৬
বিএসবি	১৩.৮৫	১৫.৩৬	১১.৭৫	৬.৩১	১৩.৯৪	১৮.৯৯
ইপিবি	১৬.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৯.৫১	২২.২৯	২৪.০০
বিএডিসি	২৩৯.১৯	২৭৯.৩০	২৯২.৯৪	২১৬.০৬	২৩০.১৩	৩৯৬.১৬
বিডব্লিউডিবি	৫৩১.৬৬	৬৪০.২৯	৬৭৭.৭৩	৭০৫.৯৫	৭৪৭.৮৭	৮৯১.৪৫
এনএইচএ	০.০০	০.১৫	১৫.৫০	১৭.৩০	১৭.৬১	১৫.৩০
বিএসআরটিআই	২.৮৪	২.৮৮	২.৪৬	৩.০৩	৩.৪১	৫.১৩
মোট	**১,১০১.২৫**	**১,২৪৫.৪০**	**১,৩৮০.৬৯**	**১,২৯১.০৫**	**১৩২৮.৭৮**	**১,৮২৪.৫৩**

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১১২টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/ স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাব মতে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাড়াঁয় ১,৯২,০০২.৫৩ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-৩৭ এ দেখা যেতে পারে।

ব্যাংক ঋণ

১৯ টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৭,৫১২.২৩ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৮৬.৩৭ কোটি টাকা (০.৬৮ শতাংশ)। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সর্বোচ্চ ঋণ রয়েছে সেগুলো হল: বিপিডিবি (১১,০৭৮.৬৮ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৪,০০৪.৯৮ কোটি টাকা), বিপিসি (৩,৭৪৩.২৬ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৩,০২৬.৮৩ কোটি টাকা), বিওজিএমসি (১,৪০৪.৮২ কোটি টাকা), বিজেএমসি (১,২১৭.০৩ কোটি টাকা), বিএডিসি (১,০২৭.৮২), বিডব্লিউডিবি (৬২৮.৭০ কোটি টাকা), বিবিসি (৩৯৭.৭৯ কোটি টাকা), ঢাকা ওয়াসা (৩০১.০২ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থার নিকট সর্বোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে সেগুলোঃ বিসিআইসি (৮৯.৫২ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৬.৩৪ কোটি টাকা), বিজেএমসি (২২.৯৩ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), টিসিবি (১১.০৩), বিটিবি (১০.৫২ কোটি টাকা)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ পরিশিষ্ট-৩৮ এ দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রায় সমস্ত সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৯.৪ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অর্জিত মুনাফা

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	প্রবৃদ্ধির হার
১। পরিচালন রাজস্ব	৭৮৩৬৯	১০৬৯৯৩	১২১৮১৭	১৩৫৮৪৮	১৪১৪২২.০২	১৫.৯০
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	-৮০৯৬.৩৭	-৮৩৪২.৩৮	-১৪৩২.৪৯	২৮২৭.৫৮	৪৭৬৫.৯	২৬.৮৪
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	১,৫৭৩	২৩৫৬	২৬৩৮	৩১২৯	৩০১১.৬৯	১৭.৬৩
৪। কর্মচারি অংশীদারী তহবিল	৩৭.৯৫	৭২.৫৬	৮৯.৪৮	৭৭.৭৮	৭৪.২৩	১৮.২৬
৫। ভর্তুকি (প্রত্যক্ষ)	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	-
৬। সুদ	১৮৬১.২৭	২৪৮৮.৫২	২৫৮৭.৩৯	১৯৮৮.১৬	২১৯৭.২৭	৪.২৪
৭। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	-৮৪২২	-৮৫৪৭	-১৪৭১	৩৮৯১	৫৬২৮.৪১	২৭.৮২
৮। কর	৫৬৩.১৫	৮৩৩.১৮	১১৩৩.৬০	১০৫৩.৮৩	১৪৮৫.৮২	২৭.৪৫
৯। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান (৭-৮)	-৮৯৮৫	-৯৩৮০	-২৬০৫	২৮৩৮	৪১৮২.৫৯	২৫.২৬
১০। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৬০৫.১৪	৪৫৯.৬৬	১০৪০.২২	১০৫৩.০৯	১২৩৫.২২	১৯.৫৩
১১। সংরক্ষিত আয় (৯-১০)	-৯৫৯০	-৯৮৪০	-৩৬৪৫	১৭৮৪	২৬০৪.২৫	২২.৭৭
১২। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	১৮৯৯৬৬	২১৮৮৯০	২৪২০৯৬	২৬৭১৭৫	২৬১৫৯২.৯৮	৮.৩৩
১৩। ইক্যুইটি	৩৭৪১২	৩০৮৪৭	২৯৬৬০	৩৩৫০৯	৪২৩৫১.৬৭	৩.১৫
১৪। মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার	-৪.২৬	-৩.৮১	-০.৫৯	১.০৬	১.৮২	২৪.৮২
১৫। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার	-১১.৪৭	-৮.৭৭	-২.১৪	২.০৯	২.৯৩	২২.৫৫
১৬। ইকুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (১০÷১৩)	১.৬২	১.৪৯	৩.৫১	৩.৪১	২.৯২	১৫.৮৮
১৭। মোট সম্পদের টার্নওভার (১÷১২)	০.৪১	০.৪৯	০.৫০	০.৫১	০.৫৪	৬.৯৯

উৎসঃ মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

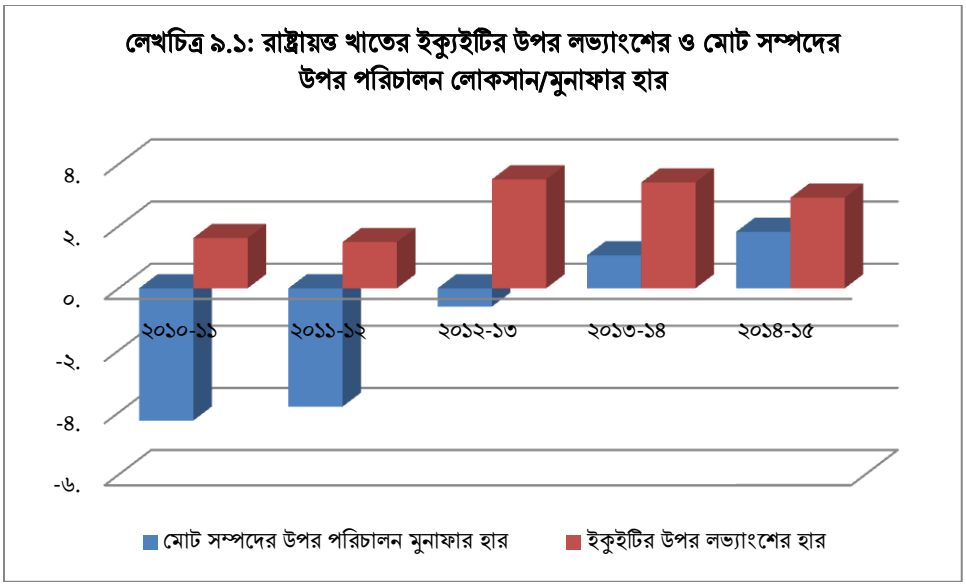

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল -৪.২৬ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১.৮২ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল -১১.৪৭ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১.৬২ শতাংশ যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।